মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী
বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নম্বর- ১/কনি-২য় খন্ড-(২) তারিখ : ০৭/০৫/২০১৭

শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি উচ্চ শিক্ষার প্রবেশদ্বার। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠাধিকারের সুষম সুযোগ সৃষ্টি করা অতীব প্রয়োজন। নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০০১.২০১৬-৪৩২ তারিখ : ০৭ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ স্মারকপত্র অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (একাদশ শ্রেণি) ভর্তি নীতিমালা ২০১৭ জারী করা হ'ল।

১.০ সংজ্ঞা : <u>এই নীতিমালায়-</u>

১.১ 'বোর্ড' বলতে স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে।

১.২ কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে দেশের কোন বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

১.৩ 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম বুঝাবে ।

১.৪ "শিক্ষার্থী"/প্রার্থী" বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

২.০ <u>ভর্তির যোগ্যতা ও শাখা নির্বাচন:</u>

২.১ **২০১৫, ২০১৬, ২০১৭** সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ সালে এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ **২০১৭-২০১৮** শিক্ষাবর্ষে নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে ।

২.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরুপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তাঁর সনদের মান নির্ধারনের পর দফা (২.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ গ্রুপ নির্বাচন করতে পারবে:

২.৩.১ বিজ্ঞান গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি।

২.৩.২ মানবিক গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর যে কোন একটি এবং

২.৩.৩ ব্যবসায় গ্রুপ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক গ্রুপ এর যে কোন একটি ।

৩.০ **প্রার্থী নির্বাচনে অনুসরণীয় পদ্ধতি :**

৩.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এস. এস. সি বা সমমান পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

৩.২ বিভাগীয় এবং জেলা সদরের কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমান প্রতিষ্ঠানের ৮৯% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট আসনের মধ্যে ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য, ৩% বিভাগীয় এবং জেলা সদরের সদরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য, ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধঃস্তন দপ্তরসমূহ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, শিক্ষক, কর্মচারি ও গভর্ণিং বডির সদস্যেদের সন্তানদের জন্য, ০.৫% বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বি.কে.এস.পি.) এর জন্য এবং ০.৫% প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য সংরিক্ষত থাকবে। যদি উপর্যুক্ত কোটায় প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে। শিক্ষা, বি.কে.এস.পি. এবং প্রবাসীদের সন্তান কোটার ক্ষেত্রেও ভর্তির সময় উর্পযুক্ত প্রমানপত্র দাখিল করতে হবে।

৩.৩ ৩.৩.১ সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে । বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করতে হবে।

৩.৩.২ বিজ্ঞান গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/ জীব বিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৩.৩ দফা ৩.৩.২ এর বিধান সত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি,পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৩.৪ মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ এর ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৩.৫ এক গ্রুরুপের প্রার্থী অন্য গ্রুপে ভর্তির ক্ষেত্রে জি.পি.এ একই হলে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারন করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৪ <u>এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে স্ব-স্ব বিভাগে(বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা)অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূন্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩.০ এর উপবিধান (৩.২) ও (৩.৩) অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সকল ভর্তিই অনলাইনে হবে।</u>

৩.৫ কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ নূন্যতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৬ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েব সাইটে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

৩.৭ সকল কলেজ / উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের বিদ্যালয়কে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ও তথা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা ও সময় অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। কোন প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয় ও বোর্ড নির্ধারিত তারিখের বাইরে নিজ ইচ্ছামাফিক ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

৪.০ **অন লাইনে ভর্তি :**

৪.১ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে অথবা টেলিটক মোবাইল এস.এম.এস এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের জন্য ওয়েব এর ঠিকানা ।
<u>WWW. Xiclassadmission. gov.bd</u>

৪.২ অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা আবেদন ফি জমা সাপেক্ষে সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) টি সর্বোচ্চ ১০(দশ)টি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের জন্য আবেদন করতে পারবে। এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রতি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের জন্য ১২০/- (একশত বিশ) টাকা আবেদন ফি প্রদান সাপেক্ষে একাধিক কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে পর পর আবেদন করতে পারবে। অনলাইন/এস.এম.এস./উভয় পদ্ধতিতে সর্বমোর্ট ১০টি কলেজ/প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবে। একজন শিক্ষার্থী যতগুলো কলেজে আবেদন করবে তার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীর মেধা ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে একটি মাত্র কলেজে তার অবস্থান নির্ধারন করা হবে।

৫.০ **বিজ্ঞপ্তি,ভর্তি ও ফি :**

৫.১ অনুচ্ছেদ ৮.২ অনুসরণপূর্বক কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা শিফট, পুরুষ/মহিলা/সহশিক্ষা, ভার্সন) এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফিসহ অনুমোদিত অন্যান্য সকল ফি, ভর্তির নূন্যকম যোগ্যতা ইত্যাদি তথ্য ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ড এবং ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে।

৫.২ বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিত নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। বোর্ডসমূহ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে এই বিধানের ব্যত্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

৫.৩ অনলাইনে বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের মেধাক্রম তালিকা কলেজের নোটিস বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে ।

৫.৪ ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী এস.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশংসাপত্র দাখিল করতে হবে ।

৫.৫ ৫.৫.১ সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল/পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১,০০০/- (এক হাজার), পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২,০০০/- (দুই হাজার), ঢাকা ব্যতিত অন্যান্য মেট্রোপলিটান এলকায় ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না ।

৫.৫.২ ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটান একালায় অবস্থিত আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত বা এম.পি.ও. বহিভুত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এম.পি.ও বহির্ভুত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় ভর্তি ফি, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহন করতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না।

৫.৫.৩ সরকারি কলেজসমুহ সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফি সংগ্রহ করবে।

৫.৫.৪ দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহ উল্লিখিত ফি যতদুর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৬ কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

৫.৭ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ভর্তির সময় অন্যান্য অনুমদিত ফি এর সাথে বোর্ড কর্তৃক শিক্ষার্থী প্রতি নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করতে হবে, যথা :-

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	ফিসের পরিমাণ
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	১২০/-
২.	ক্রীড়া ফি	৩০/-
৩.	রোভার/রেনজার ফি	(১৫+৫+২০) = ৪০/- ২৫ (ক) দ্র:
৪.	রেড ক্রিসেন্ট ফি	(৮+১২)=২০/- ২৫ (খ) দ্র:
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	১০/-
৬.	বি.এন.সি.সি ফি	৫/-
৭.	প্রতিবন্ধী কল্যাণ ফি	৫/-
৮.	সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফি	১০/-

৫.৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট থেকে রেডক্রিসেন্ট ফি বাবদ (২০/- ৬০%) ১২/- টাকা গ্রহন করবে।

৫.৯ প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ক্রীড়া মজুরী ফি বাবদ ২০০/-(দুইশত) টাকা বোর্ডে প্রেরণ করত হবে ।

৫.১০ কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে ও বিলম্বে ভর্তি হলে তার নিকট হতে উল্লিখিত ফি-এর অতিরিক্ত নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করতে হবে, যথা:

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান
১.	পাঠ বিরতি ফি	১০০/-
২.	বিলম্ব ভর্তি ফি	৫০/-

৫.১০ ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বোর্ডের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করে কলেজ, গ্রুপ ও বিষয় পরিবর্তন করতে পারবে ।

৫.১১ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা জমাদানের সময় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত ফি এর বিবরণীর সাথে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাতওয়ারী গৃহীত অন্যান্য ফি'র বিবরণী আলাদা ভাবে জমা দিতে হবে।

৬.০ ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাশ শুরু :

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
৬.১	ভর্তির অনলাইন ও এসএমএস আবেদন গ্রহণ (যারা পুন: নিরীক্ষনের জন্য আবেদন করবে তাদেরও এই সময়ের আবেদন করতে হবে)	০৯/০৫/২০১৭ থেকে ২৬/০৫/২০১৭
৬.২	আবেদন যাচাই বাছাই ও আপত্তি নিস্পত্তি	২৭/০৫/২০১৭ থেকে ২৯/০৫/২০১৭
৬.৩	শুধুমাত্র পুন: নিরীক্ষনের ফলাফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহন	৩০/৫/২০১৭ থেকে ৩১/০৫/২০১৭
৬.৪	১ম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ	০৫/০৬/২০১৭
৬.৫	শিক্ষার্থীর selection নিশ্চায়ন	০৬/০৬/২০১৭ থেকে ০৮/০৬/২০১৭
৬.৬	মাইগ্রেশনের আবেদন (অপশন প্রদান) ও নতুন আবেদন	০৯/০৬/২০১৭ থেকে ১০/০৬/২০১৭
৬.৭	২য় পর্যায়ের ফল প্রকাশ	১৩/০৬/২০১৭
৬.৮	২য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর selection নিশ্চায়ন	১৪/০৬/২০১৭ থেকে ১৫/০৬/২০১৭
৬.৯	মাইগ্রেশনের আবেদন (অপশন প্রদান) ও নতুন আবেদন	১৬/০৬/২০১৭ থেকে ১৭/০৬/২০১৭
৬.১০	৩য় পর্যায়ের ফল প্রকাশ	১৮/০৬/২০১৭
৬.১১	৩য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর selection নিশ্চায়ন	১৯/০৬/২০১৭
৬.১২	ভর্তি	২০/০৬/২০১৭ থেকে ২২/০৬/২০১৭ এবং ২৮/০৬/২০১৭ থেকে ২৯/০৬/২০১৭
৬.১৩	ক্লাস	১ জুলাই, ২০১৭

৭.০ **কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন:**

৭.১ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না। কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। তবে শুধু মাত্র সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবি পিতা বা মাতার বদলীজনিত কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করতে বা ভর্তি করতে বোর্ডের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীর আদেশপত্র প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র নেয়া যাবে এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদান পত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট চাকুরীজীবির সন্তানকে বদলীকৃত কর্মস্থলে উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫(পনর) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

৭.২ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট উক্ত শিক্ষার্থী বা তাঁর অভিভাবক ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা যাবে না বা অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট আটক রাখতে যাবে না।

৮.০ **অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন কলেজ/সমমনের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিষিদ্ধ ঃ**

৮.১ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিবিহীন কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে কোন অবস্থাতেই ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না। সকল বোর্ড এ ক্ষেত্রে সর্তকীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে।

৮.২ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে অননুমোদিত শাখা এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৯.০ **নীতিমালার প্রবর্তন ও প্রয়োগ :**

৯.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৯.২ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ কলেজটির এম.পি.ও.ভূক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিষেশ দ্রষ্টব্য : যেসব শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে ঐ সমস্ত শিক্ষার্থীদের মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট-এর অপর পৃষ্ঠায় নিম্নে প্রদর্শিত নমুনা'সিল'অবশ্যই দিতে হবে।

কলেজের নাম .....
শিক্ষার্থীর নাম.....
পিতার নাম .....
মাতার নাম .....
শ্রেণী- একাদশ..... ক্লাস রোল.....
বিভাগ..... শাখা .....

১০. ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালের এস.এস.সি/সমমানের পরীক্ষায় সকল বিষয়ে নূন্যতম D গ্রেড এবং জি.পি.এ ১.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে ।

১১. ২০১৫ ,২০১৬ শিক্ষাবর্ষের এস.এস.সি / সমমান পূর্বে ভর্তি না হওয়া শিক্ষার্থীদের পাঠ বিরতি ফি প্রদান করতে হবে।

১২. ভর্তির সময় সিলেবাস অনুযায়ী নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে শাখাওয়ারী ক এবং খ গুচ্ছ থেকে নির্ধারিত সংখ্যক বিষয় সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। অন্যথায় একাদশ শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে না এবং উক্ত শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১৩. কলেজ কর্তৃক বোর্ডে ফি জমাদানের শর্তাবলী ঃ

(ক) বোর্ডে প্রদেয় সকল প্রকার ফি অবশ্যই সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় টিটি/এমটি-এর মাধ্যমে বরাবর সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী অনুকূলে জমা দিতে হবে।

(খ) টিটি/এমটি সম্মুখভাগে স্পষ্টভাবে প্রাপকের নাম অর্থাৎ সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী, লেখার ঠিক পরেই ব্যাংকে টাকা প্রতিষ্ঠানের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

(গ) টিটি/এমটি উল্টো পৃষ্ঠায় জমাদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সীলসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(ঘ) টিটি/এমটি ব্যতীত নগদ টাকা/ পোস্টাল অর্ডার/ ট্রেজারী চালান / মানি অর্ডার কোনভাবেই গ্রহণ করা হবে না।

১৪. (ক) ভর্তিকুত শিক্ষার্থী তালিকা(টটলিষ্ট) এবং হিসাব ছক পূরন পূর্বক প্রতিষ্ঠানের নিম্নে উল্লিখিত তথ্যাদির একটি তালিকা প্রণয়ন করে বোর্ডের কাউন্টারে জমা দিতে হবে। বোর্ড প্রদত্ত প্রামান্য কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এতদসঙ্গে প্রেরন করতে হবে।

(খ) প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি পত্রের অনুলিপি দাখিল করতে হবে ।

(গ) প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ স্বীকৃতি নবায়ন পত্রের অনুলিপি দাখিল করতে হবে ।

(ঘ) সর্বশেষ জারীকৃত গর্ভনিং বডি পত্রের অনুলিপি দাখিল করতে হবে ।

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শাখা ও শাখাওয়ারী বিষয়সমূহ সম্বলিত পত্রের অনুলিপি ।

১৫. **একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশীট, রেজিস্ট্রেশন ফি ও টটলিস্ট (ভর্তি তালিকা) জমাদান**

(ক) শিক্ষা বোর্ডের আওতাভূক্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ২(দুই) কপি টটলিস্ট (নির্ধারিত ১৬ নং ক্রমিক এর ছক অনুযায়ী) কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে এবং রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য ফি এর টিটি/এমটি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সোনালী ব্যাংকের কালেকশন বুথের মাধ্যমে *চিঠিপত্র গ্রহণ শাখায়/কাউন্টারে ১৩/৭/২০১৭ তারিখে* জমা দিতে হবে।

(খ) বিলম্ব ফিসহ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তথ্য ১৬-নং ছক মোতাবেক বর্ণিত কাগজপত্র যথানিয়মে ২০/০৭/২০১৭ তারিখের মধ্যে বোর্ডে জমা প্রদান করতে হবে।

(গ) ১) ২২/৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন ফিসসহ অন্যান্য ফিসের ব্যাংক ড্রাফটের (টিটি/এমটি) করতে হবে ১৩/০৭/২০১৭ তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে।
২) ২৮/০৬/২০১৭ হতে ২৯/০৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ভর্তি শিক্ষার্থীদের বিলম্ব ফিসসহ নিবন্ধন এবং অন্যান্য ফিস এর ব্যাংক ড্রাফট (টিটি/এমটি) করতে হবে ২০/০৭/২০১৭ তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে।

১৬. **টটলিস্ট (ভর্তি তালিকা) এর নির্ধারিত ছক :**

ক্রমিক নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	ভর্তির তারিখ ও শ্রেণী রোল নম্বর	এস.এস.সি/ সমমান রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ	এস.এস.সি/সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর, পাশের বছর ও বোর্ডের নাম	পঠিতব্য বিষয়সমূহ (বিষয় কোড সহ)
১	২	৩	৪	৫	৬

১৭. শিক্ষার্থীর নামের তালিকার (টটলিস্ট) মূখপত্রে (Forwarding) পৃথকভাবে শাখাওয়ারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে টটলিষ্ট বোর্ডে না পৌছালে শিক্ষার্থীদের বিলম্বে ভর্তি করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সে ক্ষেত্রে বিলম্ব ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে। বিলম্বের কারণে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এর কোন দায়-দায়িত্ব বহন করবে না, সংশিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষই সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়গুচ্ছ সঠিক আছে এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় টটলিষ্টে উল্লেখ করা হয় নাই এ মর্মে অধ্যক্ষ প্রত্যয়ন দেবেন।

১৮. ক) একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের এস,এস,সি/সমমান পরীক্ষার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট কলেজ/সমমান প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে হবে। মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র জমা নেয়া ছাড়া কোন শিক্ষার্থীকে কোন অবস্থাতেই ভর্তি করা যাবে না এবং জমাকৃত মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট/নম্বরপত্র বোর্ডের অনুমতি ছাড়া শিক্ষার্থীকে ফেরত দেয়া যাবে না। তবে কোন শিক্ষার্থী ছাড়পত্রের মাধ্যমে অন্য কলেজে ভর্তি বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বা রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র ফেরত দেয়া যাবে।

খ) কলেজ/সমমান প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ জমাকৃত মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট স্ব-স্ব কলেজে ৬.৭ নং ক্রমিকে বি: দ্র: অনুসরণ করে জমা রাখবেন। বোর্ড চাহিবা মাত্র জমাকৃত মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট জমা দিতে হবে।

১৯. কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের সাথে বিধি মোতাবেক একই কলেজের (ভর্তিকৃত কলেজ) মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

২০. এক বোর্ড হতে অন্য বোর্ডে ছাড়পত্রের মাধ্যমে ভর্তিইচ্ছু শিক্ষার্থী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ভর্তিইচ্ছু বোর্ডে নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য যথারীতি একটি মূখপত্র (Forwarding) সহ রেজিস্ট্রেশন ফি, ছাড়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ও ৩ (তিন) কপি বিবরণী ফরম কলেজ পরিদর্শকের দপ্তরে জমা দিতে হবে। পূর্বতন বোর্ডের মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, ভর্তিইচ্ছু বোর্ডে দাখিল করা হলে শুধুমাত্র সংশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য,একই বোর্ডের আওতাভূক্ত কলেজ সমূহে ছাড়পত্রের মাধ্যমে কোন কলেজে ভর্তিইচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন ফিস দিতে হবে না।

২১. বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত কলেজ পরিবর্তনের আবেদন পত্রে কোন কলেজ সংশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর পঠিত বিষয়সমূহের সাথে বদলীকৃত কলেজের পাঠদানের বিষয় সমূহ মিল থাকলে আবেদনপত্রে অধ্যক্ষ সুপারিশ ও স্বাক্ষর করবেন। অন্যথায়, এর সকল দায়-দায়িত্ব সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকেই বহন করতে হবে।

২২. শিক্ষা বোর্ডের সাথে যোগাযোগের সময় নিজস্ব কলেজ কোড সব সময় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২৩. দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২৪. ভর্তি বাতিলের জন্য সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের (শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী,ঢাকা,যশোর,বরিশাল,চট্টগ্রাম,সিলেট,দিনাজপুর) অধীনে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল করে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন কোন কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। ভর্তি বাতিলের ক্ষেত্রে প্রামান্য কাগজপত্রসহ ৬০০/-(ছয়শত) টাকা ব্যাংক ড্রাফট্ বোর্ডের সচিবের অনুকুলে শিক্ষা বোর্ডের কালেকশন বুথে হিসাব নম্বর ৩৬০০০০৬৮ এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

২৫. (ক) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট হতে রোভার ফি বাবদ ৪০/- (চল্লিশ) টাকা আদায় করতে হবে এর মধ্যে ১৫/-(পনর)টাকা বোর্ডে জমা দিতে হবে। ৫/- (পাঁচ) টাকা জেলা রোভারকে এবং ২০/-(বিশ)টাকা কলেজ রোভার স্কাউট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কলেজ সংরক্ষণ করবে।
বি:দ্র: - মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে গার্লস গাইড ও গার্লস ইন স্কাউটিং ফি প্রযোজ্য হবে তবে যে সব কলেজে সহ শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে, সে সব কলেজে শুধু মাত্র রোভার ফি আদায় যোগ্য।

(খ) রেড ক্রিসেন্ট এর আদায়কৃত অর্থের ২০/- টাকার মধ্যে ১২/- টাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজে সংরক্ষণ করবেন এবং অবশিষ্ট ৮/- টাকা শিক্ষা বোর্ডে জমা দিবেন।

২৬. অত্র বোর্ডের অধীন স্বীকৃতি প্রাপ্ত যে সকল কলেজে স্বীকৃতি নবায়ন হাল নাগাদ করা নাই ,তাদের একাদশ শ্রেণির ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে অনলাইন নিবন্ধন করার পূর্বেই স্বীকৃতি নবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। (বিষয়টি অতীব জরুরী)

২৭. ক) একই কলেজে একই বিভাগে শুধু মাত্র ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ১ম বর্ষে পূন: ভর্তির জন্য ৩৫০/- টাকা ফি জমাদান পূর্বক ২১/০৯/২০১৭ তারিখের মধ্যেই কলেজের অধ্যক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে ।

খ) বিভাগ পরিবর্তন করার জন্য (যেমন বিজ্ঞান থেকে মানবিক/ ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক থেকে ব্যবসায় শিক্ষা অথবা ব্যবসায় শিক্ষা থেকে মানবিক) একই কলেজে পূন ভর্তির জন্য ২১/০৯/২০১৭ তারিখের মধ্যে আরও ৫০০/- টাকা ফি জমা দানপূর্বক অধ্যক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে

জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।
বি: দ্র: WWW.rajshahieducationboard.gov.bd এই Website থেকে একাদশ শ্রেণির ভর্তি বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে।

কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী
ফোন- ০৭২১-৭৭৫৯৬৩

স্মারক নম্বর- ১/কনি-২য় খন্ড-(২)

তারিখ : ২৪ বৈশাখ ১৪২৪ / ০৭ মে ২০১৭

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর , বাংলাদেশ, ঢাকা।
২। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সহকারি একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
৫। জেলা প্রশাসক রাজশাহী/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ নাটোর/ নওগাঁ/ বগুড়া/ জয়পুরহাট/ পাবনা/ সিরাজগঞ্জ
৬। কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/ কুমিল্লা/ যশোর/বরিশাল/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ দিনাজপুর
৭। অধ্যক্ষ .....
৮। সচিব/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/বিদ্যালয় পরিদর্শক/উপ-পরিচালক (হি: ও নি:)/প্রধান মূল্যায়ন অফিসার/একান্ত সচিব অত্র শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী ।

উপ- কলেজ পরিদর্শক (চ:দা:)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী
ফোন- ০৭২১-৭৭৫৯৪২